যুগান্তর

তারিখ ... 27 AUG 2016
পৃষ্ঠা ...

বাউফলে শিক্ষকদের অর্থ বাণিজ্য

নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষার ফিসহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত টাকা আদায়

শিবলী সাদেক, বাউফল (পটুয়াখালী) থেকে

বাউফলে মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে বেপরোয়া অর্থ বাণিজ্য। বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষকরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ অর্থ আদায়ে লিপ্ত রয়েছেন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গত ১ বছরে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে প্রায় ২৮ কোটি ৩৫ লাখ ২৮ হাজার ৯শ' টাকা।

শুধু জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে ৪ হাজার ৪৫৭ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭শ' টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ৩১ লাখ ৩২ হাজার ৫শ' টাকা। ২ হাজার ৪২ জন জেডিসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭শ' টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৪শ' টাকা। এসএসসির পরীক্ষার ফরম পূরণে ৩ হাজার ৬শ' ৫৩ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ৩৬ লাখ টাকা। দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে ১ হাজার ৪৪৮ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে ১৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। এসএসসি দাখিল জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় প্রবেশপত্র আটকে রেখে শিক্ষার্থী প্রতি ২শ' টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ২৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। ভর্তি ফি নেয়ার বিধান না থাকলেও থাকলেও ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়ে ২শ' টাকা করে ভর্তি ফি হিসেবে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ৭২ লাখ টাকা।

স্পেশাল কোচিংয়ের নামে ৮ম ও ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়ে ১ হাজার টাকা করে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৯ হাজার টাকা। অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষার বাইরে অন্য কোনো মাসিক পরীক্ষা নেয়া যাবে না সরকারি এমন নিষেধ থাকলেও ক্লাস টেস্ট পরীক্ষার ফির নামে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৪শ' টাকা হারে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। যা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হওয়ার পরেও আদায় করা হয় সেশন চার্জ। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার নামে প্রায় ৫ হাজার এসএসসি/সমমানের শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা।

এছাড়াও বিবিধ ফি এর নামে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে প্রায় ২০ লাখ টাকা। এরপর রয়েছে প্রাইভেট বাণিজ্য। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না সরকারের এমন বিধিনিষেধ থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে। প্রাইভেট পড়লে পাস না পড়লে ফেল। পরীক্ষায় পাস ফেলের মান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া কিংবা না পড়ার বিষয়। এমন অনেক শিক্ষকও রয়েছেন যারা নিয়মিত বিদ্যালয় বসেই প্রাইভেট পড়ান। এমনও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে প্রাইভেট পড়ান শিক্ষক। এরপর রয়েছে গাইডবুক বাণিজ্য। সরকার সব ধরনের গাইড বই নিষিদ্ধ করলেও মোটা অংকের কমিশনের বিনিময়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে গাইড বই তুলতে বাধ্য করছে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক। বছরের পর বছর ধরে এ অর্থ বাণিজ্য চললেও দেখার যেন কেউ নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই টাকা আদায়ের বিপরীতে দেয়া হয় না কোনো জমা রশিদ। অথচ এসব বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান, ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসনকেই দুষছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং প্রশাসনের যোগসাজশেই হাতিয়ে নেয়া হয়েছে এসব অর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তারা কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয় না যার কারণেই প্রতিনিয়তই বাড়ছে লুটপাট।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, এ বিষয়ে আমি এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।